দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 20 OCT 2015
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৮

সম্পাদকীয়

অবসরকালীন বিড়ম্বনা

নুন আনিতে পান্তা ফুরাইলেও যাহারা ভদ্রতার বশে মুখে বলিতে পারেন না— বেসরকারি স্কুল কলেজের শিক্ষকরা সেইরকম ভদ্দরলোক শ্রেণিরই মানুষ বটে। চাকরি করিয়া প্রতি মাসে বেতন পান, তাহা দিয়া জীবন কোনোভাবে কাটিয়া যায়। কিন্তু চাকরি শেষে যখন অবসরে যান, তখন সরকারি বেতন নাই, নাই স্কুল হইতে প্রাপ্য কোনো সম্মানী। ফলে, বৃদ্ধ বয়সে তখন সংসার আর চলিতে চাহে না। অথচ, এইরকম ৪৭ হাজার বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী অবসর সুবিধার টাকা পাইবার আবেদন করিয়া অপেক্ষার প্রহর গুনিতেছেন গত ৪ বৎসর ধরিয়া। বর্তমানে ২০১১-সালের মে মাস পর্যন্ত আবেদনকারীদের চেক পরিশোধ করা হইয়াছে। এমনিতে সবকিছু ঠিকঠাক থাকিলেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় অবসরকালীন সুবিধা পাইতে অপেক্ষা করিতে হয় ৩ হইতে সাড়ে ৩ বৎসর। আর যখন প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতা দেখা দেয় তখন এই সকল শিক্ষক-কর্মচারীর ভোগান্তি কোথায় গিয়া ঠেকে তাহা ভাবিতেও ভয় করে।

২০০২ সালে গঠিত 'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড' সমগ্র দেশের এমপিওভুক্ত পৌনে ৫ লাখ শিক্ষক-কর্মচারীর অবসর-উত্তর ভাতা প্রদানের কাজ করে। গত জুনের পর হইতে কার্যত অচল হইয়া আছে এই বোর্ড। বোর্ডের মেয়াদ শেষ হইলেও গত ৪ মাসে তাহা পুনর্গঠন করে নাই। শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কাজকর্ম লালফিতা বন্দী হইয়া আছে, আটকাইয়া আছে হাজার হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর অবসর সুবিধার চেক প্রদনের কার্যক্রম। তবে, কেবল প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতাই নহে। জানা যায়, প্রতিষ্ঠার পর এককালীন কিছু টাকা প্রদান ব্যতিরেকে সরকার এই খাতে আর কোনো বরাদ্দই দেয়নি। এমপিওভুক্ত প্রায় ৫ লক্ষ শিক্ষক-কর্মচারীর মূল বেতনের ৪ শতাংশ হারে প্রতি মাসে অবসর সুবিধা খাতে জমা হয় প্রায় ১৭ কোটি টাকা। অথচ প্রতি মাসে অবসরগামী শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রাপ্য বুঝাইয়া দিতে প্রয়োজন ৫৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ বৎসরে ৪৬৮ কোটি টাকা ঘাটতি থাকিয়া যায়। একইভাবে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের মেয়াদও এক মাসের মধ্যেই শেষ হইবে। কল্যাণ ট্রাস্টেও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রায় ২৫ হাজার আবেদন জমা পড়িয়া আছে। অর্থের অভাবে এই সকল আবেদন নিষ্পত্তি করা যাইতেছে না। ৫ লক্ষ শিক্ষকের মূল বেতনের ২ শতাংশ হারে প্রতি মাসে কল্যাণ খাতে জমা হয় প্রায় ৮ কোটি টাকা। অথচ প্রয়োজন ১৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ মাসে ঘাটতি প্রায় ১০ কোটি টাকা। কল্যাণ ট্রাস্টের ২৫ হাজার এবং অবসর বোর্ডের ৪৭ হাজার এই ৭২ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর প্রাপ্য টাকা বুঝাইয়া দিতে সরকারকে অতিরিক্ত ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করিতে হইবে। কিন্তু নূতন কোনো সরকারি বরাদ্দই দেওয়া হইতেছে না। উপরন্তু, শিক্ষকদের অভিযোগ, ঘুষ আদায় করিতে দুর্নীতিপরায়ণ কোনো কোনো কর্মচারী শিক্ষকদের আবেদনের নথি হইতে কিছু কাগজপত্র সরাইয়া ফেলেন এবং পুনরায় সেই সকল কাগজ আনিবার তাগাদা দেন। অথচ ঘুষ দিলেই সব ঠিক হইয়া যায়!

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন, এমপিওভুক্তি, পে-স্কেল প্রদানসহ শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের সাফল্য অসামান্য। কিন্তু তবু প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতা, দুর্নীতি এবং অর্থ বরাদ্দ প্রদানে বিলম্বের কারণে শেষ বয়সে আসিয়া অবিরাম ভোগান্তি পোহাইতেছেন সমাজের সবচাইতে অবহেলিত বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারিগণ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে আমরা এই ব্যাপারে আশু উদ্যোগ গ্রহণ করিতে বিশেষভাবে আহ্বান জানাই।